প্রথম আলো

তারিখ 06 FEB 2015

মাসের পর মাস অচল

আরিফুল হক, রংপুর ও
তৌহিদী হাসান, কুষ্টিয়া

হরতাল ও অবরোধ শুরুর আগে থেকেই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা বিরাজ করছে। সড়ক দুর্ঘটনায় ছাত্র নিহত হওয়ার পর দুই মাসেরও বেশি সময় বন্ধ রয়েছে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

অন্যদিকে নানা দাবিতে শিক্ষকদের এক পক্ষের আন্দোলনে অচল রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। এতে শিক্ষার্থীদের ওপর ভর করেছে হতাশা।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়: এ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী প্রায় ১১ হাজার। ছাত্র নিহত হওয়ার ঘটনায় এই বিশ্ববিদ্যালয় টানা বন্ধ ছিল ৩৭ দিন। ৩০ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরের সড়কে দুর্ঘটনায় মারা যান বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র তৌহিদুর রহমান। এতে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাড়া করা অন্তত ১৫টি বাসে ভাঙচুর করেন এবং আগুন দেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে।

গত ৭ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হয়। বিএনপির নেতৃত্বাধীন ২০-দলীয় জোটের অবরোধের সমর্থনে ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে ছাত্রশিবির। পুলিশ মিছিলে বাধা দিলে সংঘর্ষ বাধে। এ নিয়ে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে ৯ জানুয়ারি থেকে আবারও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়।

আজ অবধি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় ক্ষুব্ধ সাধারণ শিক্ষার্থীরা। ব্যবস্থাপনা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী নবীয়েল হারামাইন বলেন, 'প্রতিদিন আমরা এক ধাপ করে পিছিয়ে যাচ্ছি। আর দেশ পেছাচ্ছে দুই ধাপ।' শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, এভাবে সেশনজটে আটকা পড়লেও প্রশাসন কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না। প্রশাসনের গাফিলতিতে ভুগতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদেরই। শিক্ষার্থীরা পরিবহনসহ সব সমস্যার দ্রুত সমাধান করে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়: এ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের একটি অংশের আন্দোলনের কারণে গত ২ নভেম্বর থেকে প্রশাসনিক ভবনের প্রধান ফটকে তালা ঝুলছে। পাঠদান চলছিল, এরই মধ্যে গত সোমবার আন্দোলনরত চারটি একাডেমিক ভবনের সবগুলোতে তালা লাগিয়ে দেন। এখন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চেতনা, আদর্শ ও মূল্যবোধে উজ্জীবিত শিক্ষকদের সংগঠন নীল দলের শিক্ষকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে ক্লাস নিচ্ছেন।

২০০৮ সালের ১২ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় ২০০৯ সালের ৮ এপ্রিল। শুরুতে বিভাগ ছিল ছয়টি। বর্তমানে বিভাগ ২১টি। শিক্ষার্থী প্রায় ছয় হাজার।

শিক্ষক সমিতি ২৭ জন শিক্ষকের পদোন্নতির দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের পাশাপাশি ১২ জন শিক্ষক, প্রশাসনিক ও একাডেমিক ২৭টি পদ থেকে পদত্যাগ করেন। পরে সমন্বিত অধিকার বাস্তবায়ন পরিষদের নামে শিক্ষক সমিতি উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে নতুন আন্দোলন শুরু করে।

ওই পরিষদের সাধারণ সম্পাদক পরিমল চন্দ্র বর্মণ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান চেয়েছি, কিন্তু উপাচার্য তা করেননি বলেই আমরা তাঁর পদত্যাগের দাবি জানিয়ে এক দফার আন্দোলন শুরু করেছি।' উপাচার্য এ কে এম নূর-উন-নবী বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিন্ডিকেটের সভার দিন থেকে শিক্ষকেরা পদোন্নতির সব সুবিধা ভোগ করবেন।'

এর আগে নানা কারণে ২০১২ সালের অক্টোবর মাসে ১৫ দিন, ২০১৩ সালের ১০ জানুয়ারি থেকে দেড় মাস এবং ২১ এপ্রিল থেকে ৫ মে পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল।